যুল কা'দাহ্ মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১৩ যুল কা'দাহ ১৪৪২ হিজরী, ২৫ জুন ২০২১)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى؛ وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ–{ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً } صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

উপস্থিত ঈমানদার মুসল্লী ভায়েরা !

আজ যুল কা'দাহ মাসের ১৩ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, তাই আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। সকলে বলি, আলহামদু লিল্লাহ।

মুসল্লী ভাইসকল ! মিশকাত শরীফের ৪ নাম্বার হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের তরজমাঃ পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিতঃ (১) এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত দেওয়া, (৪) হজ্জ করা , (৫) রমাযান মাসে রোযা রাখা । এটা "মুত্তাফাক আলাইহি" হাদীস । অর্থাৎ, এ হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয় মুহাদ্দিস হযরত ইবনে উমার (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন ।

ঈমানদার ভায়েরা ! এ হাদীসে ইসলাম ধর্মকে পাঁচটি খুঁটি বিশিষ্ট একটি ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। খুঁটি ব্যতীত যেমন ঘর হয় না, তেমনি এ পাঁচটি জিনিসের কোন একটি বাদ দিয়েও ইসলাম হয় না। শুধুমাত্র ঘরের খুঁটিকে যেমন ঘর বলা যায় না, তেমনি কেবল এ পাঁচটি বিষয়কেই ইসলাম বলা যায় না। এ পাঁচটি জিনিস ছাড়াও

ইসলামে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল রয়েছে। খুঁটি হল ঘরের বুনিয়াদ। অনুরূপ ভাবে, এ পাঁচটি জিনিস হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদি জিনিস। ঈমান আনার পর মু'মিন বান্দার প্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব কী, এ হাদীসে সে কথাই বলা হয়েছে।

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! আল্লাহ আমাদেরকে বিনা আবেদনে ঈমানের সম্পদ দান করেছেন। এটা তাঁর মস্তবড় দয়া। এবার আমাদের কর্তব্য, চারটি আমলের মাধ্যমে তাঁর দাসত্ব প্রকাশ করা। (১) পাঞ্জগানা নামায কায়েম করে দিনে পাঁচবার আল্লাহর শাহী দরবারে হাজিরা দেওয়া । (২) মালদার হলে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিয়ে আল্লাহর জন্য মাল ব্যয় করা । (৩) রমাযান মাসে রোযা পালন করে আল্লাহকে পাওয়ার সাধনা করা । (৪) সামর্থ্য থাকলে জান-মাল ব্যয় করে হজ্জ করা ।

দ্বীনদার ভাইসকল ! আজ বিশেষ করে হজ্জ সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করছি। কেননা, এটা যুল কা'দাহ মাস চলছে। হজ্জের মাস। আমি শুরুতে

আপনাদের সম্মুখে সূরা আল ইমরানের ৯৭ নাম্বার আয়াত পাঠ করেছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً "আর আল্লাহর জন্য মানুষদের উপর বাইতুল্লাহর হজ্জ করা ফরয, যারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছনোর সামর্থ্য রাখে।" এটা সূরা আল ইমরানের ৯৭ নাম্বার আয়াতের তরজমা। সর্বপ্রথম আমরা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করি। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হজ্জের নির্দেশ দেওয়ার আগে আয়াতের শুরুতে বলেছেন— وَ لِلّٰهِ - যার মানে, আর আল্লাহর জন্য। অর্থাৎ, হজ্জ করতে হবে আল্লাহর জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। এদ্বারা আল্লাহ তায়ালা বিশেষ করে হজ্জ করার ক্ষেত্রে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত শিক্ষা দিয়েছেন । যেন এমন না হয় যে, হাজী হওয়ার জন্য কিংবা ট্যুর করে ইনজয় করার উদ্দেশ্যে আমরা কেউ বাইতুল্লাহর সফর না করি। হজ্জের ক্ষেত্রে বে-ইখলাসির সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালা বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নিয়তে হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন ।

মনে রাখা দরকার, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে একবার হজ্জ করেছিলেন। তাঁর সেই হজ্জকে “বিদায়ী হজ্জ” বলা হয়। সহীহ বুখারীর ৪১৪৮ নাম্বার হাদীসে সাহাবী আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে চারবার উমরাহ করেছেন। তার মধ্যে একটা উমরাহ করেছিলেন বিদায়ী হজ্জের সাথে, যুল হিজ্জাহ মাসে। বাদবাকি তিনটি উমরাহ করেছিলেন যুল কা’দাহ মাসে। আজ সেই যুল কা’দাহ মাসের দ্বিতীয় জুমুআ।

নামাযী-মুসল্লী ভায়েরা ! সূরা আল ইমরানের ৯৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হজ্জের নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً অর্থাৎ, হজ্জ সামর্থ্যবানদের উপর ফরয। এখানে সামর্থ্যের অর্থ হল, সাংসারিক খরচ-খরচা মেটানোর পর বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াত করার এবং বাড়ি ফেরা পর্যন্ত পরিবার বর্গের ভরণ-পোষণের ক্ষমতা থাকা। এও মনে রাখা দরকার, মহিলাদের জন্য যেহেতু স্বামী কিংবা কোন মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা

শরীয়তে নিষিদ্ধ, তাই মহিলাদের ক্ষেত্রে সাথে স্বামী অথবা কোন মাহরাম পুরুষ থাকাটাও শর্ত। মহিলাদের মাহরাম মানে, এমন পুরুষ যার সাথে কখনো বিয়ে করা যায় না । যেমন ছেলে, বাপ, দাদা, চাচা, মামু প্রভৃতি।

আমরা এ মাসআলাটি খুব ভালো ভাবে জেনে নিই। যদি কোন মহিলা কোটিপতিও হয় কিন্তু তার সাথে যাওয়ার মতো কোন মাহরাম পুরুষ কিংবা স্বামী না থাকে, তাহলে তার উপর হজ্জ আদায় করা ফরয হবে না। কখনো দেখা যায়, মহিলারা দূর সম্পর্কের কোন গায়ের মাহরাম ব্যক্তিকে নিজের মাহরাম অভিভাবক সাজিয়ে হজ্জ করতে যায়।এটা সম্পূর্ণ হারাম কাজ। এভাবে হজ্জ করলে সাওয়াব তো দূরের কথা, গোনাহ ছাড়া আর কিছুই মিলবে না।

শ্রোতামণ্ডলী ! হজ্জ ও উমরাহ করলে মালে বরকত হয় এবং অভাব দূর হয়ে যায়। এটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা । তিনি হজ্জের ফযীলত

ও উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেনঃ তোমরা হজ্জের পর উমরাহ এবং উমরাহ্‌র পর হজ্জ কর । অর্থাৎ, তোমরা বারংবার হজ্জ ও উমরাহ কর। কেননা, হজ্জ ও উমরাহ, অভাব-অনটন ও গোনাহ দূর করে দেয় । যেমনভাবে, হাপরের আগুন লোহা ও সোনা-রুপোর ময়লা দূর করে দেয়। হাদীসের শেষে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেনঃ মকবূল হজ্জের সাওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটা সুনানে তিরমিযীর ৮১০ নাম্বার হাদীস। ইমাম তিরমিযী (রহ) লিখেছেন, এটা সহীহ হাদীস। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হজ্জ ও উমরাহ করার তাওফীক দান করুন।

মুসল্লী ভায়েরা ! হজ্জ এমন একটি ইবাদাত, যা পবিত্র কাবাঘরকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। তাই আজ কাবাঘর সম্পর্কে দু'চার কথা বলে রাখি । তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৬ খণ্ডের ২৫৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, কাবাঘর নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আগে থেকে

মৌজুদ ছিল। হযরত আদম আলাইহি সালামের যামানাতেও কাবাঘর ছিল । আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরবর্তী নবীগণ কাবাঘর তাওয়াফ করেছেন। নবী নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর কাবাঘরের বুনিয়াদ নির্দিষ্ট জায়গায় অবশিষ্ট ছিল। অবশেষে, নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেটাকে পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন । কাবাঘর তৈরি হয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মানুষদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দিতে বলেছিলেন । তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ ! এখানে তো কোন মানুষ বসবাস করে না। আমার আওয়াজ শোনার মতো কেউ তো এখানে নেই । বহু দূরে যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ পৌঁছবে কীভাবে ? আল্লাহ তায়ালা উত্তরে বলেছিলেনঃ তোমার দায়িত্ব ঘোষণা করা, পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব । তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম “মাকামে ইবরাহীমে” দাঁড়িয়ে, (কোন কোন বর্ণনা মতে কাবাঘরের নিকটস্ত আবূ কুবায়েস

নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে) মানুষদেরকে হজ্জের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা মু'জিযা স্বরূপ নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওয়াজ বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন । শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে, তাদের সকলের কানে এ আওয়াজ পৌঁছে যায়। যাদের ভাগ্যে হজ্জ লেখা ছিল, তারা এ আওয়াজ শুনে বলেছিলঃ "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।" হযরত ইবনে আব্বাস (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেনঃ হাজীগণ হজ্জের সময় — লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক–বলে যে দুআটি পড়ে থাকেন, সেটা আসলে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সেই আহ্বানের জওয়াব। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে এসব কথা লেখা আছে ।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! আল্লাহ তায়ালা সূরা হজ্জের ২৯ নাম্বার আয়াতে বলেছেনঃ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ " আর মানুষেরা যেন স্বাধীন ঘরের তাওয়াফ করে।" এ আয়াতে

আল্লাহ তায়ালা কাবাঘরকে “স্বাধীন ঘর” বলেছেন। স্বাধীন ঘর মানে, কাবাঘরকে আল্লাহ স্বেচ্ছাচারী জালেমদের হাত থেকে আজাদ ও সংরক্ষিত করেছেন । সুনানে তিরমিযীর ৩১৭০ নাম্বার হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কাবাঘরকে “স্বাধীন ঘর” এজন্য বলা হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন স্বেচ্ছাচারী জালেম কখনও এর উপর কর্তৃত্ব প্রসার করতে পারিনি । ইমাম তিরমিযী (রহ) হাদীসটি বর্ণনা করে লিখেছেন, এটা হাসান পর্যায়ের বিশুদ্ধ হাদীস।

ঈমানদার ভায়েরা ! ইতিহাস সাক্ষী, কাবা শরীফ সর্বকালে স্বেচ্ছাচারী জালেমদের হাত থেকে সংরক্ষিত থেকেছে । যদি কখনো কোন জালেম, কাবাঘরের ক্ষতি করতে চেয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে নাস্তানাবুদ করে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবরাহা বাদশার ঘটনা স্মরণ করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে সূরা ফীলের মধ্যে আবরাহা বাদশার কাবাঘর

আক্রমণের চেষ্টা ও তার ভয়াবহ শাস্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

তবে এও মনে রাখা দরকার যে, কিয়ামতের প্রাক্কালে কাবাঘর ধ্বংস হবে। আর তারপর দুনিয়া খুব বেশি দিন চলবে না। সহীহ বুখারীর ১৫৯১ ও ১৫৯৬ নাম্বার হাদীসে আবূ হুরায়রাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

"ছোট ছোট পা ওয়ালা হাবাশার এক ব্যক্তি কাবাঘর ধ্বংস করবে।" পরিশেষে, আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে পবিত্র কাবাঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ করার তাওফীক দান করুন !

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামিয়া জামপুর)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ